

# দানযিলেরে পুস্তক - সংখ্যা একশত এগারো

প্রকাশিত বাক্যের প্রথম দুর্দশায় আবুবকরকে ভবিষ্যদ্বাণীমূলক তাৎপর্যের উন্মোচন

Jeff Pippenger  
2024-03-02

প্রথম দুর্দশায় ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ইতিহাসে, মুহাম্মদের পর যেনো এসেছিলেন তিনি ছিলেন আবু বকর আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস, তিনি ছিলেন মুহাম্মদের শ্বশুর। আমরা তাকে আবুবকর বলে উল্লেখ করব। প্রথম চারটি পদে তার এবং মুহাম্মদের উভয়েরই উল্লেখ রয়েছে। মুহাম্মদের পর আবুবকর ছিলেন প্রথম ইসলাম শাসক, এবং ইতিহাসে নথীভুক্ত আছে যে তিনি তাঁর সৈন্যদের যে একটি নির্দেশে দিচ্ছিলেন, তার পরতফিলন দেখা যায় প্রকাশিত বাক্য পুস্তককে নবম অধ্যায়ের চতুর্থ পদে। এই নির্দেশটি সেই সলিমোহর আরোপের প্রকরণকে প্রতিনিধিত্ব করে, যা তৃতীয় দুর্দশায় আগমনের সঙ্গে শুরু হয়েছিল; যা একই সঙ্গে সপ্তম তুর্যধ্বনি ছিল, এবং একই সঙ্গে তৃতীয় স্বর্গদূতের আগমনও ছিল।

আর পঞ্চম স্বর্গদূত তুরী বাজালেন, এবং আমি দেখলাম, স্বর্গ থেকে একটি তারা পৃথিবীতে পড়ে এলো; এবং তার কাছে অতল গহ্বরকে চাবি দেওয়া হলো। আর সে অতল গহ্বর খুলল; এবং গহ্বর থেকে ধোঁয়া উঠল, যেন এক বৃহৎ চুল্লির ধোঁয়া; এবং গহ্বরকে ধোঁয়ার কারণে সূর্য ও বায়ু অন্ধকার হয়ে গেল। আর সেই ধোঁয়া থেকে পঙ্গপাল বেরিয়ে পৃথিবীর উপর এলো; এবং তাদেরকে ক্షমতা দেওয়া হলো, যেন পৃথিবীর বহুদের ক্షমতা থাকে। আর তাদের আদেশে দেওয়া হলো যে তারা যেন পৃথিবীর ঘাসকে ক্షতি না করে, কোনো সবুজ জিনিসকে নয়, কোনো গাছকেও নয়; বরং কেবল তাদেরই ক্షতি করবে, যাদের কপালে ঈশ্বরের মোহর নাই। প্রকাশিত বাক্য ৯:১-৪।

স্বর্গ থেকে পততি "তারা" ছিলেন মুহাম্মদ, যিনি ৬০৬ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর ধর্মপ্রচার কার্যক্রম শুরু করেন। মুহাম্মদকে এমন একটি "চাবি" দেওয়া হয়েছিল যা "অতল গহ্বর"কে "খুলে" দেবে, ফলে "ধোঁয়া" "সূর্য ও বায়ু"কে অন্ধকার করবে, এবং "পঙ্গপাল" বেরিয়ে আসবে, যাদের "বহুদের" ক্షমতার মতো "ক্షমতা" দেওয়া হবে। সে চাবিটি ছিল একটি সামরিক যুদ্ধ, যা রোমানদের সামরিক শক্তিতে দুর্বলতা সৃষ্টি করেছিল, ফলে ইসলামের যুদ্ধশক্তির উত্থান সম্ভব হয়। "অতল গহ্বর" আরবের প্রতীক, যা ইসলামের জন্মভূমি; আর "ধোঁয়া" ইসলামের মথিয়া ধর্মকে প্রতিনিধিত্ব করেছিল, যা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং সেই একই ভূগোল অধিকার করবে, যগুলো উত্তর আফ্রিকা, দক্ষিণ ইউরোপ ও আরব জুড়ে ঝাঁক ঝাঁক বয়ে চলা পঙ্গপালে প্লাবিত হয়। "পঙ্গপাল" ইসলামের প্রতীক, আর "ক্షমতা" ভবিষ্যদ্বাণীমূলক অর্থে সামরিক শক্তিকে বোঝায়। তাদের ক্షমতা বহুদের মতো হওয়ার কথা, যা অপ্রত্যাশিতভাবে আঘাত হানে। ইউরায়ীয়া স্মৃতি বলেন:

স্বর্গ থেকে একটি নিক্షত্র পৃথিবীতে পততি হলো; এবং তাকে দেওয়া হলো অতল গহ্বরকে চাবি

যখন পারস্যের সম্রাট তার শলি ও ক্షমতার বস্মিয় নিয়ে চিন্তামগ্ন ছিলেন, তিনি মক্কার এক অখ্যাত নাগরিকের কাছ থেকে একটি পত্র পেলেন, যাতে তাকে আল্লাহর রসূল হিসেবে মুহাম্মদকে স্বীকার করতে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। তিনি আমন্ত্রণটি প্রত্যাখ্যান করলেন এবং পত্রটি ছাঁড়িয়ে ফেললেন। "এইভাবেই," আরবের নবী

উচ্চারণ করলেন, "আল্লাহ রাজ্যটিকে ছিন্ন করবেন এবং খসরুর প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করবেন।" পূর্ববরে এই দুই সাম্রাজ্যের সীমান্তপ্রান্তে অবস্থান করে মুহাম্মদ গুপ্ত আনন্দে পারস্পরিক ধ্বংসেরে অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করতেন; এবং পারসিকদেরে বজ্রিয়ে মধ্যইে তিনি সাহস করে ভবিষ্যদবাণী করছিলেন যে অল্প কয়েকে বছরেরে মধ্যইে বজ্রিয়ে আবার রোমানদেরে পতাকায় ফরিয়ে আসবে। "যে সময় এই ভবিষ্যদবাণীটি উচ্চারিত হয়েে বলে বলা হয়, সে সময় এর বাস্তবায়ন থেকে এর চয়েে দূরেরে আর কোনো ভবিষ্যদবাণী হতে পারত না, কারণ হরোকলিয়াসেরে প্রথম বারো বছর সাম্রাজ্যেরে আসন্ন পতনেরে ইঙ্গিত দিচ্ছিল।"

Chosroes এশিয়া ও আফ্রিকায় রোমানদেরে অধিকৃত ভূখণ্ডসমূহকে বশীভূত করছিলেন। আর 'সে সময়ে রোমান সাম্রাজ্য কনস্টান্টিনোপলেরে প্রাচীর পর্যন্ত সীমিত হয়ে পড়েছিল—গ্রিস, ইতালি ও আফ্রিকার যা অবশিষ্ট ছিল, এবং এশীয় উপকূলে টাইর থেকে ত্রবেজিন্দ পর্যন্ত কয়েকটি উপকূলীয় নগরীসহ। ছয় বছরেরে অভিজ্ঞতা অবশেষে পারস্য সম্রাটকে কনস্টান্টিনোপল জয়েরে পরিকল্পনা ত্যাগ করতে এবং রোমান সাম্রাজ্যেরে মুক্তপিনেরে বার্ষিক খাজনা নির্দিষ্ট করতে প্ররোচিত করল—স্বর্ণেরে এক হাজার ট্যালেন্ট, রৌপ্যেরে এক হাজার ট্যালেন্ট, এক হাজার রশেমি বস্ত্র, এক হাজার ঘোড়া এবং এক হাজার কুমারী। হরোকলিয়াস এই লজ্জাজনক শর্তাবলীতে সম্মত দিলেন। কিন্তু পূর্ববরে দারদ্রিয় থেকে সেই ধনসম্পদ সংগ্রহেরে জন্য যে অবকাশ তিনি পেলেন, তা তিনি অক্লান্ত পরিশ্রমে এক সাহসী ও মরণপণ আক্রমণেরে প্রস্তুত করেে ব্রয় করলেন।"

পারস্যেরে রাজা সেই অখ্যাত সারাসনকে তুচ্ছজ্ঞান করলেন, এবং মক্কার কথাতি নবীর বার্তাকে উপহাস করলেন। রোমান সাম্রাজ্যেরে পতন হলে, মুহাম্মদীয় ধর্মেরে জন্য কংবা কোনো প্রতারণার সশস্ত্র সারাসনে প্রচারকদেরে অগ্রগতির জন্য কোনো দ্বার উন্মুক্ত হতো না; যদিও পারসিকদেরে সম্রাট এবং আভারদেরে খাগান (আতলিার উত্তরসূরি) সিজারদেরে রাজ্যসমূহেরে অবশিষ্টাংশ নজিদেরে মধ্যে ভাগ করে নিয়েছিলেন। খোসরো নজিইে পততি হলেন। পারসিক ও রোমান রাজতন্ত্র একে অপরেরে শক্তি নিঃশেষ করেে ফলেছিল। আর মথিয়া নবীর হাতে তলোয়ার দেওয়ার আগইে, যারা তাঁর অগ্রগতি থামাতে পারত এবং তাঁর শক্তি চূর্ণ করতে পারত, তাদের হাত থেকেই তলোয়ার কড়ে নেওয়া হয়েছিল।

সপিগি ও হ্যানবিলেরে যুগেরে পর থেকে, সাম্রাজ্যেরে মুক্তরি জন্য হরোকলিয়াস যে কীর্তি সম্পন্ন করেছিলেন, তার চয়েে সাহসী কোনো উদ্যোগ আর নেওয়া হয়নি। তিনি কৃষ্ণসাগর ও আরমেনিয়ার পর্যন্তমালা পার হয়ে বপিজ্জনক পথ পাড়ি দিয়ে পারস্যেরে অন্তঃস্থলে প্রবেশ করেছিলেন এবং মহা রাজার সৈন্যবাহিনীকে তাদের রক্তাক্ত দশেরে প্রতিক্রিয়া ফরিয়ে এনেছিলেন।

ননিভেরে যুদ্ধে, যা ভোর থেকে একাদশ প্রহর পর্যন্ত প্রচণ্ডভাবে লড়া হয়েছিল, ভাঙা বা ছঁড়া পতাকাগুলো ছাড়াও পারসিকদেরে কাছ থেকে আটাশটি পতাকা দখল করা হয়েছিল; তাদের সেনাবাহিনীর সংহতগকে খণ্ড খণ্ড করে কটেে ফলো হয়েছিল, এবং বজ্রিয়ার নজিদেরে ক্রয়ক্রয় গোপন করে যুদ্ধক্রয়েরেই রাত কাটিয়েছিল। আসরিয়ার নগর ও প্রাসাদ প্রথমবারেরে মতো রোমানদেরে জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছিল।

রোমান সম্রাট তাঁর অর্জিত বজ্রিসমূহ তাঁকে শক্তিশালী করলেন; আর একই সময়ে, একই উপায়ে, আরবিয়া থেকে আগত অসংখ্য সারাসনদেরে জন্যও পথ প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল—যারা সেই একই অঞ্চলেরে পণ্ডপালেরে মতো, তাদের অগ্রযাত্রায় অন্ধকার ও

বভিরান্তকির মুহাম্মদীয় মতবাদ প্রচার করতে করতে, দ্রুতই পারস্য ও রোমান উভয় সাম্রাজ্যজুড়ে ব্যাপিয়ে পড়ছিল।

এই সত্যের এমন সম্পূর্ণতর চিত্রায়ণ আর কাম্য হতে পারে না, যতটা পাওয়া যায় গবিনরে সেই অধ্যায়ের সমাপনী কথাগুলোতে, যখন থেকে পূর্ববর্তী উদ্ধৃতগুলি নিবেদিত হয়েছে। 'যদিও হরোকলিয়াসের পতাকার অধীনে একটি বিজয়ী বাহিনী গঠিত হয়েছিল, অস্বাভাবিকি সেই পুরচেষ্টা তাদের শক্তিকে শাণতি করার বদলে নিঃশেষ করে দিয়েছিল বলেই মনে হয়। সম্রাট যখন কনস্টান্টিনোপল বা জেরুজালেমে বিজয়োৎসবে মতে ছিলেন, তখন সিরিয়ার সীমানার এক অখ্যাত শহর সারাসেনদের হাতে লুণ্ঠিত হলো, এবং তার উদ্ধারে এগিয়ে আসা কচ্ছি সৈন্যকে তারা টুকরো টুকরো করে কাটে—এ এক সাধারণ ও তুচ্ছ ঘটনা বলেই ধরা হত, যদি না তা এক মহাবিপ্লবের ভূমিকা হত। এই দস্যুরাই ছিল মুহাম্মদের প্রচারকরা; তাদের উন্মত্ত বীরত্ব মরুভূমিকে উঠে এসেছিল; আর তাঁর শাসনের শেষে আট বছর হরোকলিয়াস পারসিকদের হাত থেকে উদ্ধার করা সেই একই প্রদর্শে আরবদের কাছে হারালেন।'

"প্রতারণা ও উদ্দীপনার আত্মা, যার আবাস আকাশে নয়, পৃথিবীতে ছেড়ে দেওয়া হলো। অতল গহ্বরটি খুলতে একটি চাবি ছাড়া আর কচ্ছি প্রয়োজন ছিল না, আর সেই চাবিটি ছিল খসরুর পতন। তিনি মক্কার এক অখ্যাত নাগরিকের চঠিটি তাচ্ছলিয়ারে সঙ্গে ছাড়ে ফলেছিলেন। কিন্তু যখন নিজের 'গৌরবের দীপ্তি' থেকে তিনি এমন এক 'অন্ধকারের মনিার' তলিয়ে গেলেন, যা কোনো চোখ ভেদে করতে পারত না, তখন খসরুর নাম মুহাম্মদের নামের সামনে হঠাৎই বসিমুততে তলিয়ে গেল; আর অর্ধচন্দ্র যেন কেবল তার উদয়ের জন্ম তারকার পতনের অপেক্ষায় ছিল। সম্পূর্ণ পরাজয় ও সাম্রাজ্য-হারানোর পর খসরু ৬২৮ খ্রিস্টাব্দে হত্যা করা হয়েছিল; এবং ৬২৯ খ্রিস্টাব্দে চহ্নিতি 'আরবের জয়', এবং 'রোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে মোহাম্মদীয়দের প্রথম যুদ্ধ' দ্বারা। 'আর পঞ্চম দবেদূত তুর্য বাজাল, এবং আমি দিখেলাম স্বর্গ থেকে একটি নক্ষত্র পততি হয়ে পৃথিবীতে এল; এবং তাকে অতল গহ্বরের চাবি দেওয়া হলো। এবং সে অতল গহ্বর খুলে দলি।' সে পৃথিবীতে পততি হলো। যখন রোমান সাম্রাজ্যের শক্তি ক্রমশঃ প্রাপ্ত হলো, এবং প্রাচ্যের মহান রাজা তার অন্ধকারের মনিারে মৃত অবস্থায় পড়ে রইলেন, তখন সিরিয়ার সীমানায় এক অখ্যাত শহরের লুণ্ঠন ছিল 'এক মহান বিপ্লবের ভূমিকা'। 'দস্যুরাই ছিল মুহাম্মদের প্রেরিতরা, এবং তাদের উন্মত্ত বীরত্ব মরুভূমিকে উদ্ভূত হয়েছিল।"

অতল গহ্বর.-এই পরভাষার অর্থ গ্রিকি, থেকে জানা যায়, যা 'গভীর, অতল, প্রগাঢ়' বলে সংজ্ঞায়িত, এবং যা যে কোনো অনুরবর, উজাড় ও অনাবাদী স্থানের প্রতী ইগুগতি করতে পারে। এটি পৃথিবীর আদমি বশিঙখল অবস্থার ক্রমেরে প্রয়োগ করা হয়েছে। Gen.1:2. এই ক্রমেরে এটি যথোপযুক্তভাবে আরব মরুভূমির অজানা উজাড় প্রান্তরগুলিকে বোঝাতে পারে, যার সীমানা থেকে সারাসেনদের দলবদ্ধ বাহিনী পঙ্গপালরে বাঁকরে মতো বেরিয়ে এসেছিল। এবং পারস্যের রাজা Chosroes-এর পতনকে অতল গহ্বরের উন্মোচন হিসেবে যথার্থই চিত্রিত করা যতে পারে, কারণ তা Mohammed-এর অনুসারীদের তাদের অখ্যাত দশে থেকে বেরিয়ে এসে আগুন ও তলোয়ার দিয়ে তাদের প্রতারণামূলক মতবাদ প্রচার করার পথ প্রস্তুত করেছিল, যতক্ষণ না তারা সমগ্র প্রাচ্য সাম্রাজ্যের উপর তাদের অন্ধকার বসিতার করেছিল। Uriah Smith, Daniel and Revelation, 495-498.

প্রথম বিপ্লব, যা পঞ্চম তুরী, রোমের বিরুদ্ধে ইসলামের যুদ্ধের সূচনাকে চহ্নিতি করে। এটি রোম ও পারস্যের এক যুদ্ধকেও নির্দেশ করে, যখন রোম জয়ী হলেও তা করতে গিয়ে তার

সামরিক শক্তি এমনভাবে ক্షয়প্রাপ্ত হয় যে ইসলামী শক্তির উত্থান পরতিরোধ করতে পারেনি। প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষদে ভবষ্টিদ্বাণীমূলক বৈষ্টি তৃতীয় বর্ষদে ভবষ্টিদ্বাণীমূলক বৈষ্টি কহিনতি করে, এবং তৃতীয় বর্ষদে ইতিহাসে প্রতীক হিসেবে প্রথম দুই বর্ষদকে স্বীকৃতি দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ, কারণ সেই ইতিহাস এক লক্ষ চ্যাললিশ হাজার জনের সীলমোহরকরণে সময়কালকে উপস্থাপন করে, যা ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১-এ শুরু হয়েছিল। প্রথম তিনটি বর্ষদে মুহাম্মদ দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা ভবষ্টিদ্বাণীমূলক ইতিহাসের পর, চতুর্থ বর্ষদে মুহাম্মদের পর প্রথম নতুন আবু বাকরকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়।

আর তাদের আদেশে দেওয়া হল যে তারা যেন পৃথিবীর ঘাসেরে, কোনো সবুজ বস্তু বা কোনো বৃক্ষেরে ক্షতি না করে; বরং কেবল তাদেরই ক্షতি করুক, যাদেরে কপালে ঈশ্বরেরে মোহর নাই। প্রকাশিত বাক্য ৯:৪।

আবুবকর-এর নির্দেশে ছিল যে মুসলিম যোধারা সে সময় রোমান ভূখণ্ডে বিদ্যমান দুই ধরনের উপাসকেরে মধ্যে পার্থক্য করবে। এক শ্রুতি ছিলি ক্షাথলকিরা, যাদেরে মধ্যে কিছু ধর্মীয় সংঘ মাথার পছেন দকি কামযিে রাখত (টেনসার), এবং তারা রববারেরে উপাসনা পালন করত। অন্য শ্রুতি ছিলি সপ্তম-দিনেরে সাবাথ পালনকারীরা, এবং সাবাথ হলো ঈশ্বরেরে সীলমোহর।

মুহাম্মদেরে মৃত্যুর পর, খ্রিস্টাব্দ ৬৩২ সালে নেতৃত্বে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন আবু বকর; তিনি নিজেরে কর্তৃত্ব ও শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করামাত্র আরব গোত্রসমূহেরে কাছে একটা পরিত্রেরে প্রেরণ করেন, যখন থেকে নমিনলিখিত অংশটি উদ্ধৃত:-

'যখন তোমরা প্রভুরে জন্ম যুদ্ধ করবে, পুরুষেরে মতোে নিজেরে প্রমাণ করো—পাঠি ফরিগি না; কনিতু তোমাদেরে জয় যনে নারী ও শিশুদেরে রক্তে কলঙ্কিত না হয়। কোনো খজুরগাছ ধ্বংস করো না, কোনো শস্যক্షতে জ্বালিয়ে দিগি না। কোনো ফলেরে গাছ কটেো না, আর গবাদিশুককে কোনো ক্షতি করো না—শুধু যগেলো খাওয়ারে জন্ম হত্যা করবে সেগেলো ছাড়া। তোমরা কোনো চুক্তি বা শ্রুত করলে, তা পালন করো, এবং তোমাদেরে কথা রাখো। আর পথে তোমরা এমন কিছু ধর্মীয় ব্ষকতিকে পাবে, যারা মঠে নিরঞ্নে বাস করে এবং সেই উপায়ে ঈশ্বরেরে সেবা করারে সংকল্প নিয়েছে; তাদেরে একা থাকতে দাও, তাদেরে হত্যা করো না, তাদেরে মঠও ধ্বংস করো না। আবার তোমরা আরকে ধরনেরে লোকও পাবে, যারা শয়তানেরে সভাগৃহেরে—যাদেরে শরিতোভাগ মুন্ডতি; নশ্চয়ই তাদেরে করোটি চরিত্বে দেবে, এবং তারা মুসলমান হয় বা খাজনা দেয়—এগুলোর য়ে কোনো একটিনা হওয়া পর্যন্ত তাদেরে প্রতি কোনোে রয়্যাত দেখাবে না।'

ভবষ্টিদ্বাণীতে বা ইতিহাসে কোথাও বলা নাই যে অধিক মানবিক নির্দেশাবলী হংস্র আদেশেরে মতোই কঠোরভাবে পালন করা হয়েছিলি; কনিতু তাদেরে সে রকমই আদেশে দেওয়া হয়েছিলি। এবং উপর্যুক্তই গবিনেরে নথিভুক্ত একমাত্র নির্দেশাবলী, যা আবুবকেরে দিগিছিলিনে সেই সকল প্রধানকে, যাদেরে দায়িত্ব ছিল সকল সারাসনে বাহিনীরে কাছে আদেশে জারি করা। এই আদেশসমূহ ভবষ্টিদ্বাণীরে মতোই সূক্ষ্মভদৌ—যনে খলফিা নিজাই নশ্বর মানুষেরে আদেশেরে চয়েও উর্ধ্বতন এক আদেশেরে প্রতিসিচতেন ও প্রত্যক্ష আনুগতয়ে কাজ করছিলিনে; এবং যশুরে ধর্মেরে বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে ও তার স্থলে মুহাম্মদীয় ধর্ম প্রচার করতে তিনি যখন রওনা হলনে, তখন তিনি সেই কথাগুলিই বললনে, যগেলি যশুরে খ্রিস্টেরে প্রকাশিত বাক্যে আগাই ভবষ্টিদ্বাণী করা হয়েছিলি য়ে তিনি

বলবনে।

তাদের কপালে ঈশ্বররে সীলমোহর.—অধ্যায় ৭:১-৩ সম্পর্কে আলোচনায় আমরা দেখেছি যে ঈশ্বররে সীলমোহর হলো চতুরখ আজ্ঞার বশিরামদনি; এবং ইতিহাসও এ বিষয়ে নীরব নয় যে বর্তমান যুগ জুড়ে সত্য বশিরামদনিরে পালনকারী সর্বদাই ছিলেন। কনিতু অনেকের মনে এখানে প্রশ্ন উঠছে, এ সময়ে কারা ছিলেন সেই লোকেরা যাদের কপালে ঈশ্বররে সীলমোহর ছিল এবং ফলে যারা মুহাম্মদীয় অত্যাচার থেকে মুক্তি পলেনে? পাঠক যনে মনে রাখনে—ইতিমধ্যেই যার ইগুগতি করা হয়ছে—যে এই সমগ্র যুগ জুড়ে এমন লোক সর্বদাই ছিলেন যাদের কপালে ঈশ্বররে সীলমোহর ছিল, অথবা যারা সত্য বশিরামদনি সচতেনভাবে পালন করতনে; এবং আরও ববিচেনা করুন যে ভবিষ্যদ্বাণীটি যা ঘোষণা করে তা হলো, এই ধবংসাতমক তুরকশিকতরি আক্রমণ তাদের বরিদধে নয়, বরং অন্য এক শ্রণেরি বরিদধে। ফলে ববিষ্যটি সব জটলিতা থেকে মুক্ত হয়; কারণ ভবিষ্যদ্বাণী প্রকৃতপক্ষে এতটুকুই বলো। পাঠ্যে সরাসরিকিবেল এক শ্রণেরি লোকেরে কথাই তুলে ধরা হয়ছে—অর্থাৎ যাদের কপালে ঈশ্বররে সীলমোহর নই; আর যাদের কপালে ঈশ্বররে সীলমোহর আছো তাদের রক্ষা কবেল পরোক্ষভাবে বোঝানো হয়ছে। অতএব, আমরা ইতিহাস থেকে জানিনা যে এদেরে কটে সরাসনেরা যাদেরে ঘৃণা করত তাদেরে ওপর যে সব দুর্দশা এনছেলি তাতে আক্রান্ত হয়ছেলিনে। তাদেরে নরিদশে ছিলি মানুষেরে অন্য এক শ্রণেরি বরিদধে। এবং এই শ্রণেরি মানুষেরে ওপর যে ধবংস আসবো তা অন্য মানুষেরে রক্ষার সঙ্গে তুলনা করে নয়, বরং কবেল পৃথবীর ফলমূল ও সবুজ শ্যামলতার সংরক্ষণেরে সঙ্গে তুলনা করে উপস্থাপতি হয়ছে; যমেন, “ঘাস, গাছ বা কোনো সবুজ জনিসিকে আঘাত করো না, বরং শুধু নরিদষ্টিট এক শ্রণেরি মানুষকে।” এবং তার পরিপূর্ততি, আমরা দেখে এক অদ্ভুত দৃশ্য—একদল আক্রমণকারী সনৈষ সেই সব জনিসি অক্ষত রাখছে যগুলো এমেন বাহিনী সাধারণত ধবংস করে, অর্থাৎ প্রকৃতরি রূপ ও উপাদনসমূহ; এবং, যাদের কপালে ঈশ্বররে সীলমোহর নই তাদেরে আঘাত করার যে অনুমতি তাদেরে ছিলি, তার অনুসারে তারা মুণ্ডতি মসতকযুক্ত এক শ্রণেরি ধর্মীয় ব্যক্তদিরে খুলা বিদীর্ণ করছিলি—যারা শয়তানেরে সভার অন্তর্ভুক্ত ছিলি।

এগুলি সিন্দহোতীভাবে সন্ন্যাসীদরে একটি শ্রণেী ছিলি, অথবা রোমান ক্যাথলিক গরিজার অন্য কোনো শাখা। এদেরে বরিদধেই মুসলমানদেরে আক্রমণ পরচালতি হয়ছিলি। আর তাদেরকে এমেন লোক বলে বরণনা করার মধ্যে—যাদেরে ললাটে ঈশ্বররে মোহর নই—আমাদেরে কাছো বশিষে এক ধরনের উপযুক্ততা, না-হয় পরকিল্পনাও, পরলিক্ষতি হয়; কারণ সটেই সেই গরিজা, যা সত্য বশিরামদনিকে ছুঁড়ে ফলে এবং তার স্থানে একটি জাল বসয়ি, ঈশ্বররে বধিান থেকে তার মোহরটি কড়ে নিষছে। আর ভবিষ্যদ্বাণী থেকে হোক বা ইতিহাস থেকে, কোনো দকি থেকেই আমরা বুঝিনা যে যাদেরকে আবুবকের তার অনুসারীদরে বলছেলিনে যনে তারা বরিক্ত না করে, তারা ঈশ্বররে মোহরেরে অধিকারী ছিলি, বা তারা অপরহির্যভাবে ঈশ্বররে লোক ছিলি। তারা কারা ছিলি, এবং কোন কারণে তাদেরে রহেই দেওয়া হয়ছিলি—এ প্রসঙ্গে গবিনেরে স্বল্প সাক্ষ্য আমাদেরে কিছু জানায় না, আর জানার অন্য কোনো উপায়ও আমাদেরে নই; কনিতু আমাদেরে বশির্বাস করার পূরণ কারণ আছো যে ঈশ্বররে মোহর যাদেরে ছিলি, তাদেরে কটেই বরিক্ত হয়নি, অথচ আরকে শ্রণেী, যাদেরে তা স্পষ্টতই ছিলি না, তাদেরে তলোয়ারেরে মুখে পড়তে হয়ছে; এবং এভাবে ভবিষ্যদ্বাণীর নরিদষ্টিকরণগুলি পরিপূর্ণভাবে পূরণ হয়ছে। উরয়িাহ স্মথি, দানয়িলে ও প্রকাশতি বাক্য, ৫০০-৫০২।

আবু বকের মুহাম্মদেরে মৃত্যুর পর তাঁর অনুসারীদরেকে খলিফতরে অধিনে একত্রতি করছেলিনে; তাই যদাও তারা দুজন ভিন্ন ঐতিহাসিকি ব্যক্ততিব, একত্রবে ববিচেনি হলো তারা

প্রথম হায-সংশ্লিষ্ট ইসলামের সাক্ষরে সূচনাকে প্রতিনিধিত্ব করে, এবং প্রথম হাযের ইতিহাসকে চিহ্নিতকারী ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব হলেন মুহাম্মদ।

দ্বিতীয় হাযের ইতিহাসের সূচনায়, ১৪৫৩ সালে মুহাম্মদ দ্বিতীয় কনস্টান্টিনোপল জয় করেন। ১৪৪৯ সালে ইসলামকে প্রতিনিধিত্বকারী চারজন স্বরগদূত অবমুক্ত করা হয়। প্রথম হাযের সূচনা ও সমাপ্তি যথাক্রমে মুহাম্মদ প্রথম ও মুহাম্মদ দ্বিতীয় দ্বারা চিহ্নিত। ভাববাদী অর্থে প্রথম হাযের ইতিহাসের শুরু ও শেষে আলফা ও ওমগোর স্বাক্ষর বহন করে।

দ্বিতীয় 'হায'-এর সূচনায় চারজন স্বরগদূত সম্পর্কে একটি সময়-ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে, যারা ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করে; তাদের প্রথম মুক্ত করা হয়েছিল, এবং পরে ১১ আগস্ট, ১৮৪০-এ সংঘত করা হয়েছিল। সেই সময় থেকে ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪ পর্যন্ত, এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের মৌহর দেওয়ার বিষয়টি চিত্রিত হয়েছে। দ্বিতীয় 'হায'-এর সূচনা ইসলামের মুক্ত হওয়াকে চিহ্নিত করে, এবং এর সমাপ্তি ইসলামের সংঘত হওয়াকে চিহ্নিত করে। প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় 'হায'-এরই সূত্রিষ্টি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক চিহ্ন রয়েছে, যা তাদের শুরুরূপকে তাদের সমাপ্তির সঙ্গুগে যুক্ত করে।

তৃতীয় হাযকে শনাক্ত করার জন্য প্রথম দুটি হাযকে পরস্পরে উপর, "রখোর উপর রাখো", রাখতে স্থাপন করতে হবে। ইসলামের প্রথম দুই সাক্ষীর দ্বারা চিহ্নিত ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বৈশিষ্ট্যগুলোর একটি হলো যে, তারা এমন একটি নির্দিষ্ট সময়কালকে উপস্থাপন করে যা আলফা ও ওমগোর স্বাক্ষরের মাধ্যমে সূচনা ও সমাপ্তিকে চিহ্নিত করে। তাদের একটি গৌণ স্বাক্ষরও রয়েছে, কারণ প্রথম হাযের সূচনা ঈশ্বরের লোকদের সলিমোহরকরণকে চিহ্নিত করে, এবং দ্বিতীয় হাযের সমাপ্তি ঈশ্বরের লোকদের সলিমোহরকরণকে চিহ্নিত করে।

তৃতীয় হায এসে পৌঁছায় যখন ইসলাম হঠাৎ এবং অপূর্ণত্যাশতিভাবে প্রকাশিত বাক্ষরে তরো অধ্যায়ের পৃথিবীর জন্মের ওপর আঘাত হানে, ফলে মৌহর দেওয়ার সময়কাল শুরু হয়। এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারকে মৌহর দেওয়া আসন্ন রববারের আইনে এসে শেষ হবে, এবং ঐ ধর্মত্যাগের প্রতিক্রিয়ায় জাতীয় ধর্মত্যাগের পর আসে জাতীয় ধ্বংস। যমেন পৌত্তলকি রোম ও পাপাল রোমে আদর্শ দেখা যায়, জাতীয় ধ্বংস ঘটে ঈশ্বরের তুরীর বচিরসমূহের মাধ্যমে। তিনটি হাযও তুরী। তৃতীয় হাযের ইসলাম যুক্তরাষ্ট্রে আসন্ন রববারের আইনের সময় আবার হঠাৎ ও অপূর্ণত্যাশতিভাবে আঘাত হানবে, যখন এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারকে মৌহর দেওয়ার সময়কাল শেষ হবে। ঐ সময়কালটির আদর্শ পাওয়া যায় প্রথম হাযের শুরুর সময়ে, এবং দ্বিতীয় হাযের সমাপ্তির সময়েও।

আমরা পরবর্তী প্রবন্ধে এই অধ্যয়ন অব্যাহত রাখব।

আর সারা দেখলে, মশরীফ হাগারের পুত্র—যাকে সে আব্রাহামের জন্ম জন্ম দিয়েছিল—উপহাস করছে। তাই সে আব্রাহামকে বলল, এই দাসী ও তার পুত্রকে তাড়িয়ে দাও; কারণ এই দাসীর পুত্র আমার পুত্র, ইসহাকের সঙ্গুগে উত্তরাধিকারী হবে না। আর বিষয়টি তার পুত্রের কারণে আব্রাহামের কাছে খুবই বদেনাদায়ক মনে হলো। তখন ঈশ্বরের আব্রাহামকে বললেন, বালকের জন্ম এবং তোমার দাসীর জন্ম তুমি কিষ্ট পণ্ডে না; সারা তোমাকে যা বলছে, তার কথা শোন; কারণ ইসহাকের মাধ্যমেই তোমার বংশ গণ্য হবে। আর দাসীর পুত্র থেকেও আমি একটি জাতি সৃষ্টি করব, কারণ সেও তোমার বংশধর। আব্রাহাম ভোরবলো উঠে বুটী ও এক বোতল জল নলিনে এবং সগেলো হাগারকে দলিনে—সগেলো তার কাঁধে তুলে দলিনে—এবং শিশুটিকেও দলিনে; তারপর তাকে বদায় দলিনে। সে চলে গেলে এবং বীরশবোর মরুভূমিতে ঘুরে বড়োতে লাগল। বোতলের জল ফুরিয়ে

গলে, আর সবে শিশুটিকে একটা ঝোপেরে নচি়ে রেখে দলি। তারপর সবে গযি়ে তার বপি়রীতে বশে কছি়টা দূরে, ধনুকরে এক ছোঁড়া যতটা, বসে পড়ল; কারণ সবে বলল, আমা যনে শশি়টরি মৃত্যু দখেতে না পাই। সবে তার বপি়রীতে বসে কণ্ঠ উঁচু করে কাঁদতে লাগল। ঈশ্বর বালকরে কণ্ঠ শুনলনে; আর ঈশ্বররে দূত স্ববর্গ থেকে হাগারকে ডেকে বললনে, তোমার কী হযছে, হাগার? ভয় করো না; কারণ বালক যখনে আছে, সখনে ঈশ্বর তার কণ্ঠ শুনছেনে। উঠে দাঁড়াও, বালককে তুলে ধরো, এবং তাকে তোমার হাতে ধরে রাখো; কারণ আমা তাকে একটা মহান জাত কিবব। তারপর ঈশ্বর তার চোখ খুলে দলিনে, আর সবে একটা জলরে কূপ দখেল; সবে গলে, জল দযি়ে বোতলটা ভিরল, এবং বালককে জল পান করাল। আর ঈশ্বর বালকরে সঙ্গে ছলিনে; সবে বড় হলো, মরুভূমতিে বাস করল, এবং এক ধনুর্ধর হলো। আদা পিস্তক ২১:৯-২০।